UNIT-2

নির্দেশনা ও পরামর্শ
(Guidance and Counselling)

নির্দেশনা ও পরামর্শদানের ধারণা
(Concept of Guidance and Counselling)

নির্দেশনা (Guidance) :

নির্দেশনা মানবসমাজে নতুন কিছু নয়। স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষ বিভিন্ন সময়ে একে অপরের সাহায্য নিচ্ছে। কোনো কঠিন সময়ে, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমরা অভিজ্ঞ এবং বয়স্কদের সাহায্য নিয়ে থাকি। পিতা পুত্রকে সঠিক পথে চলতে সহযোগিতা করেন, চিকিৎসক পরামর্শ দেন—এসবই নির্দেশনার দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ নির্দেশনার মধ্য দিয়েই যে ব্যক্তি ও সমাজ এগিয়ে চলছে এ ব্যাপারে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। তবে এই ধরনের নির্দেশনা সুপরিকল্পিত নয়। বর্তমানে আমরা যে নির্দেশনার কথা বলব তার চরিত্র ওপরে বর্ণিত নির্দেশনার দৃষ্টান্ত থেকে কিছু ভিন্ন। কারণ বর্তমান পেশাগত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক নির্দেশনা পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ওপর নির্ভরশীল, নির্দেশকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নয়। সংগঠিত, পরিকল্পিত কর্মসূচি হিসাবে নির্দেশনার প্রচলন দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে।

○ নির্দেশনার সংজ্ঞা (Definition of Guidance) :

নির্দেশনার সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মনস্তত্ত্ববিদ্ ও শিক্ষাবিদ্‌গণের মধ্যে কিছু মত-পার্থক্য থাকলেও, এর লক্ষ্য যে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণসাধন এবং এর ভিত্তি যে গণতান্ত্রিক সচেতনতা— এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

এই প্রসঙ্গে কয়েকজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের দেয় নির্দেশনার সংজ্ঞা উল্লেখ করা যেতে পারে—

Jones-এর মতে, "Guidance is the help given by one person to another in making choices, adjustment and in solving problems." অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির পচ্ছন্দকরণে, অভিযোজনে এবং সমস্যা সমাধানে অপর কোনো ব্যক্তির সাহায্য করাই হল নির্দেশনা।

Mr. ও Mrs. Crow-এর মতে, "Guidance has been defined as the type of help given by qualified men and women to an individual to help

him managing his own life activities, develop his own point of view, makes his own decision and carry his own burden." অর্থাৎ নির্দেশনা হল শিক্ষিত স্ত্রী ও পুরুষের দ্বারা এক প্রকারের সাহায্য যা একজন ব্যক্তিকে তার জীবনযাপনে, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে, নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং নিজের বোঝা বহনে সক্ষম করে তোলে।

Encyclopaedia Britanica (U.S.A. vol-3 , p. 676) -তে বলা হয়েছে, "It is the process of helping individual to discover and develop his educational, vocational and psychological potentialities and thereby to achieve an optimum level of personnel happiness and social usefullness." অর্থাৎ নির্দেশনা এক প্রকারের প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে তার শিক্ষাগত, বৃত্তিগত ও মানসিক গুণাবলি সম্পর্কে অবহিত হতে ও বিকাশে সাহায্য করে এবং যার ফলে ব্যক্তি নিজে সুখী হয় ও সমাজের প্রয়োজনে আসে।

Mudaliar Commission (1953)-এর মতে, "Guidance involves the difficult art of helping boys and girls to plan their own future wisely in the full light of the factors that can be mastered about themselves and about the World in which they are to live and work." অর্থাৎ বালক-বালিকাদের ক্ষমতা এবং যে পরিবেশে তারা বাস করে ও কাজ করে তার আলোকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার জটিল এবং সাহায্যকারী শিল্পকেই নির্দেশনা বলে।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির মূল বক্তব্যগুলি একত্রিত করে বলা যায় যে, নির্দেশনা এক প্রকারের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যেখানে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি (নির্দেশনায় বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত) অপর এক ব্যক্তিকে বা ব্যক্তি সকলকে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে এবং জীবনে চলার পথে তাঁকে তার সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত করে তুলতে সাহায্য করে। নির্দেশনার ধারণাটি আরও স্পষ্টভাবে এবং প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন।

○ নির্দেশনার প্রকৃতি (Nature of Guidance) :

▸ **(ক) অপ্রথাগত নির্দেশনা (Informal Guidance) :** Informal বা অপ্রথাগত নির্দেশনায় কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দিয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয় না কিন্তু নির্দেশনার ফল পাওয়া যায়। আলোচনার সূচনায় যে নির্দেশনার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে তাকে অপ্রথাগত নির্দেশনা বলা যায়। কোনো প্রশিক্ষণ ব্যতীত এই ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। তবে কিছু প্রশিক্ষণ থাকলে ভাল হয় পুত্রকে পিতার পরামর্শ দান, বন্ধু বন্ধুকে পরামর্শ দান অপ্রথাগত নির্দেশনার প্রকৃত উদাহরণ।

▸ (খ) অ-বিশেষীকৃত নির্দেশনা (Non-Specialised Guidance) : বিশেষজ্ঞ নয় এমন ব্যক্তির দ্বারা যখন নির্দেশনা দেওয়া হয় তখন তাকে বলা হয় Non-Specialised Guidance। এখানে বিশেষ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি তাদের পেশার অংশ হিসাবে নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, যেমন—চিকিৎসক, শিক্ষক, উকিল ইত্যাদি।

▸ (গ) পেশাগত নির্দেশনা (Professional Guidance) : এক্ষেত্রে নির্দেশনা কার্যক্রমটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, পূর্বস্থিরীকৃত স্থান এবং সময়ে, বিশেষ উপকরণের সাহায্যে এবং বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণত মনস্তত্ত্বে উচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তিগণ কয়েক বছর নির্দেশনা এবং পরামর্শদান প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরই এই কর্মে ব্রতী হন।

○ নির্দেশনার বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of Guidance) :

▸ **নির্দেশনার নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই (No Age Limit in Guidance) :** ব্যক্তিজীবনে নির্দেশনার ব্যপ্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে শিশু যখন নিজ সম্পর্কে সচেতন হয়, কিছু করার সামর্থ্য যখন তার মধ্যে গড়ে ওঠে, তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নির্দেশনার প্রয়োজন। একেবারে শৈশব অবস্থায় ব্যক্তিকে যে পরিচর্যা করা হয় তাকে নির্দেশনার পর্যায়ভুক্ত করা যায় না, কারণ শিশু তখন সম্পূর্ণ অসহায় থাকে। নিজের কোনো কিছু করার সার্মথ্য তার থাকে না। এই ধরনের সহযোগিতাকে নির্দেশনা বলা যায় না একে Nursing বা পরিচর্যা বলা হয়। নির্দেশনার সময়কাল সারা জীবনব্যাপী হলেও এর রকমফের আছে। একটি শিশুর যে ধরনের নির্দেশনার প্রয়োজন একটি যুবকের তা নয় আবার যুবা বয়সে নির্দেশনার যা রূপ বয়স্কদের ক্ষেত্রে তা নয়। সমস্যার চরিত্রই নির্দেশনার প্রকৃতি নির্ণয় করে। যেহেতু বয়সভেদে সমস্যার সবরকম মাত্রার পরিবর্তন দেখা যায়, সেইজন্য বয়সভেদে নির্দেশনার রূপও পরিবর্তিত হয়। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যায় যে, বিভিন্ন কারণে জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিশেষ সংকট দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ—বয়ঃসন্ধিক্ষণ, বার্ধক্য ইত্যাদি। এইসময়ে বিশেষভাবে বিশেষ ধরনের নির্দেশনার প্রয়োজন, অন্যথায় ব্যক্তিজীবনে নানান অপসংগতি দেখা দিতে পারে।

▸ **নির্দেশনা সকলের জন্য প্রয়োজন (Guidance is necessary for all) :** পূর্বে নির্দেশনাকে প্রতিকারের উপায় হিসাবেই বিবেচনা করা হত অর্থাৎ মনে করা হত যাঁরা সমস্যাক্রান্ত কেবল তাঁদের জন্যই নির্দেশনার প্রয়োজন। বর্তমানে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। এখন নির্দেশনার কাজ তিনটি—প্রতিকার, প্রতিবিধান ও বিকাশ (curative, preventive and development) শুধুমাত্র সমস্যাক্রান্তদের জন্য নয়, ভবিষ্যতে যাতে সমস্যাক্রান্ত হতে না হয় বা আক্রান্ত হলেও ব্যক্তি যাতে নিজে সমস্যার

সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম হয়, সেইভাবে ব্যক্তিকে গড়ে তোলার দায়িত্ব নির্দেশনাই গ্রহণ করে। এছাড়া ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে নির্দেশনা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বয়স নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে জীবনের বিভিন্ন দিকে অভিযোজনে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা, প্রয়োজনীয় উপকরণের অনুসন্ধান দেওয়া নির্দেশনারই কাজ।

▸ **নির্দেশনা পরিধি (Scope of Guidance) :** জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কেবলমাত্র শিক্ষা ও বৃত্তির মধ্যে নির্দেশনা সীমাবদ্ধ নয়। শিল্প, ব্যাবসা, রাজনীতি, যুদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এবং শিশু বিকাশে, সামাজিক জীবনে অর্থাৎ যেখানে ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন হয় এবং সাহায্য করার মতো ব্যক্তি আছে, সেখানেই নির্দেশনার ব্যবহার দেখা যায়। নির্দেশনা এখন বহুমুখী।

▸ **নির্দেশনা বস্তুনিষ্ঠ (Guidance is Objective) :** নির্দেশনা ব্যক্তিকে তার শক্তিশালী এবং দুর্বল স্থানগুলি সম্পর্কে অবহিত করে। এরফলে ব্যক্তি একদিকে যেমন বস্তুনিষ্ঠভাবে তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা করতে পারে, অন্যদিকে তেমনই চেষ্টা ও অনুশীলনের দ্বারা তার দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে প্রয়াসী হয়।

▸ **নির্দেশনা বাধ্যতামূলক নয় (Guidance is not Compulsory) :** নির্দেশনা স্বতঃস্ফূর্ত, বাধ্যতামূলক নয়। নির্দেশনা গ্রহণ করা বা না করা ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। এমনকী পরামর্শদাতার পরামর্শগুলি পরামর্শগ্রহীতার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত না হলে তিনি ওই পরামর্শগুলি অনুসরণ না-ও করতে পারেন। এই অর্থে নির্দেশনা, স্বতঃস্ফূর্ত এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নির্দেশনার পার্থক্য হল, শিক্ষা বাধ্যতামূলক হতে পারে কিন্তু নির্দেশনা কখনোই বাধ্যতামূলক হবে না।

▸ **নির্দেশনা সময়সাপেক্ষ (Guidance is Time-consuming) :** নির্দেশনা একটি বিকাশমুখী প্রক্রিয়া। একটি বা দুটি বৈঠক (sitting) বা আলোচনায় নির্দেশনা শেষ হয় না। এরজন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে পরামর্শদাতা ও পরামর্শগ্রহীতার মধ্যে যত বেশি আলোচনা হয় ততই উভয় উভয়কে ভালোভাবে বুঝতে পারে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল হয়। ফলে নির্দেশনার সাফল্যলাভের সম্ভাবনা অধিক হয়।

▸ **অধিকাংশ শিক্ষার্থীই স্বাভাবিক (Most students are Normal) :** শিক্ষার্থীরা কোনোভাবেই যেন মনে করার সুযোগ না পায় যে, নির্দেশনা অস্বাভাবিক ব্যক্তির পক্ষেই প্রযোজ্য। অস্বাভাবিক ব্যক্তিরাই নির্দেশনা গ্রহণ করেন—এই ধারণা নির্দেশনা কর্মসূচির পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। 'নির্দেশনা সকলের জন্য'—এই ধারণা গড়ে তুলতে পারে।

▸ **পরিস্থিতি সমস্যার সৃষ্টি করে (Situation creates Problem) :** পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই সমস্যা তৈরি হয়। প্রতিটি সমস্যার এক বা একাধিক কারণ থাকে। বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রতিটি সমস্যার পশ্চাতে একটি ইতিহাস থাকে। নির্দেশনাদান বা পরামর্শদাতার কাজ হল শিক্ষার্থীর অতীত থেকে

(৩) তৃতীয়ত, সমস্যা ভারাক্রান্ত শিক্ষার্থীকে পরামর্শদান বা চিকিৎসকের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) চতুর্থত, মেধাবী, দুর্বল এবং বুদ্ধি অনুযায়ী যারা বিদ্যার্জনে সফলতা অর্জন করতে পারছে না, সেইসব শিক্ষার্থীদের বাছাই করে সংশোধনমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরামর্শদান (Counselling) :

○ পরামর্শদান-এর সংজ্ঞা (Definition of Counselling) :

নির্দেশদান কর্মসূচিতে পরামর্শদান একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রকৃতপক্ষে দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরামর্শদান প্রতি মুহূর্তেই ঘটছে। পিতা-মাতা পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁদের পুত্রকন্যাদের, ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁর রোগীকে, উকিলবাবু পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁর মক্কেলকে, শিক্ষক মহাশয় পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁর ছাত্রদেরকে। পরামর্শদান মূলত একটি সহযোগিতামূলক কর্মসূচি। যদিও বর্তমানে এই সহযোগিতা অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ এটি একটি পেশার রূপ নিয়েছে। পরামর্শদানের একাধিক সংজ্ঞা আছে।

Webster's Dictionary-তে বলা হয়েছে, "Counselling is consultation, mutual interchange of opinions, deliberating together।" অর্থাৎ আলোচনা, পারস্পরিক মত বিনিময় এবং একত্রে কথা বলা হল পরামর্শদান।

Erickson বলেন "A counselling is a person to person relationship in which one individual with problem tours another person for assistance." অর্থাৎ পরামর্শদান হল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, যেখানে সমস্যাক্রান্ত একজন ব্যক্তি সাহায্যের জন্য অপর একজন ব্যক্তির কাছে যায়।

Carl Rogers বলেন, "Counselling is a series of direct contact with the individual which aims to offer him assistance in changing his attitude and behaviour." অর্থাৎ পরামর্শদান বলতে বোঝায় একাধিকবার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ যার লক্ষ্য হল ব্যক্তির মনোভাব ও আচরণ পরিবর্তনে সাহায্য করা।

Hahn এবং **Macban** বলেন, "Counselling is a process which takes place in a one-to-one relationship between an individual beset by problems with which he can not cope alone and a professional worker whose training and experience have qualified him to help others reach solutions to various types of personal difficulties." অর্থাৎ সমস্যাসঙ্কুল কোনো ব্যক্তি যখন নিজ সমস্যা সমাধানে অক্ষম, সে যখন সবরকমের ব্যক্তিগত

সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলে তখন তাকেই পরামর্শদান বলে।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার একটি ক্লিনিক্যাল মনস্তত্ত্ববিদদের সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে পরামর্শদানের একটি সংজ্ঞা গৃহীত হয়। ওই সংজ্ঞাটির মূল বক্তব্য হল— পরামর্শদান এমন একটি শিক্ষাকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া যেখানে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি অপর একজনের সঙ্গে সামনাসামনি কথোপকথনের মাধ্যমে শেষোক্ত ব্যক্তিকে তার সমস্যা বুঝতে এবং সমাধানে সাহায্য করে।

সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পরামর্শদান হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে এক ব্যক্তি তার কোনো সমস্যা সমাধানে দ্বিতীয় এক অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা করেন। যিনি পরামর্শ দেন তিনি হলেন পরামর্শদাতা। যিনি পরামর্শ নেন তিনি হলেন পরামর্শগ্রহীতা। পরামর্শদাতা ও পরামর্শগ্রহীতার মধ্যে একটি প্রীতির সম্পর্ক থাকবে। প্রথম ব্যক্তি যেমন দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুমনোভাবাপন্ন হবেন ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করবেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি তেমনই প্রথমোক্ত ব্যক্তির ওপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখবেন। মনে রাখতে হবে পরামর্শদাতা ও পরামর্শগ্রহীতার সমস্যার সমাধান করবেন না। তাঁর কাজ হল, পরামর্শগ্রহীতাকে তার ক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন করা। সমস্যা সমাধানের বিকল্পগুলি বলে দেওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শগ্রহীতাকে সাহায্য করা।

○ পরামর্শদানের উদ্দেশ্য (Objectives of counselling) :

Dunsmoor এবং **Miller**-এর মতে পরার্মদানের উদ্দেশ্যগুলি হল—

(a) ব্যক্তির সমস্যাসমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।

(b) ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও ক্ষমতাগুলি চিহ্নিত করা ও সেই অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হতে সহায়তা করা।

(c) পরামর্শগ্রহীতার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা।

(d) পরামর্শগ্রহীতাকে তার নিজের সমস্যাসমাধানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণে ও রূপায়ণে সহায়তা করা।

(e) ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতাকে চাঙ্গা করে তোলা।

(f) ব্যক্তিকে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য উৎসাহ দেওয়া।

(g) ব্যক্তিকে আত্ম-সমীক্ষায় সহায়তা করা অর্থাৎ ব্যক্তির নিজের দোষ-ত্রুটি, ভালো-খারাপ গুণগুলিকে বুঝতে সহায়তা করা।

(h) ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি জাগরণে সহায়তা করা।

(i) শিক্ষার্থীদের অপসংগতিমূলক আচরণগুলি সংশোধনে সহায়তা করা।

○ পরামর্শদান প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of counselling) :

পরামর্শদানের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে প্রক্রিয়াটির কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়

1. ধারাবাহিকতা (Continuity) : পরামর্শদান একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে পরামর্শগ্রহীতার আচরণ সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়। কোনো একটা ভুল আচরণ একবার সংশোধিত হয়ে গেলে ব্যক্তির আর পরামর্শদানের প্রয়োজন নেই একথা বললে ভুল হবে। মানুষ প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু ভুল বা অনুপযোগী আচরণ সম্পাদন করছে। এগুলি সংশোধন করার জন্য পরামর্শদান প্রক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সেইজন্য একে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসবে গণ্য করা হয়।

2. সুসম্পর্ক স্থাপন (Establishment of good relationship) : পরামর্শদান প্রক্রিয়ার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল পরামর্শদাতা ও পরামর্শগ্রহীতার আন্তরিক সম্পর্ক। তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কই হল পরামর্শদানের মূল ভিত্তি

3. প্রত্যক্ষ সংযোগ (Direct contact) : প্রত্যক্ষ সংযোগ ছাড়া পরামর্শদান প্রক্রিয়া সাফল্য পেতে পারে না। ব্যক্তির সমস্যা কখনো কখনো তার শরীরী ভাষাতেও প্রকাশিত হয় যা পরামর্শদাতা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। সেইজন্য পত্রালাপ বা ফোনের মাধ্যমে পরামর্শদান প্রক্রিয়া সংগঠিত করা হয় না।

4. অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপস্থিতি (Presence of experienced person) : পরামর্শদান প্রক্রিয়ার জন্য অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় যার সামনে পরামর্শগ্রহীতা তার সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার কথা প্রাণ খুলে বলতে পারে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা পরামর্শদাতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে ব্যক্তির সমস্যাসমাধানে সহায়তা করে

নির্দেশনা ও পরামর্শদানের পার্থক্য (Difference between Guidance and Counselling)

নির্দেশনা ও পরামর্শদান উভয়েরই লক্ষ্য ব্যক্তিকে সাহায্য করা। সেই জন্য অনেক সময় নিদের্শনা ও পরামর্শদান একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্দেশনা ও পরামর্শদান পরস্পর প্রতিস্থাপনযোগ্য নয় অর্থাৎ পরামর্শদানের পরিবর্তে একদিকে যেমন নির্দেশনা শব্দটি ব্যবহার করা যায় না, তেমনই নির্দেশনার জায়গায় পরামর্শদান শব্দটিও ব্যবহার করা যায় না। সাধারণত নির্দেশনা ও পরামর্শদানের মধ্যে 'এবং' বা 'ও' অব্যয়টি যুক্ত থাকে।

নির্দেশনা হল বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অভিযোজনে এবং বিকল্প পছন্দকরণে ব্যক্তিকে সহযোগিতা করা। জীবনপথ চয়নে প্রতিটি ব্যক্তিরই অধিকার আছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই পথ অন্যের ক্ষতিসাধন বা অন্যের স্বার্থে বাধা সৃষ্টি না করে। এই পথ পছন্দ করা সহজাত নয়, বিকাশযোগ্য। শিক্ষার লক্ষ্য হল এমন পরিবেশ রচনা করা যার ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের পথ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। এই কর্মসূচিকেই নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি বলে।)

এই কর্মসূচি অর্থাৎ নির্দেশনা ও পরামর্শদানের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। পরামর্শদানের ক্ষেত্রে আবেগের ভূমিকা প্রবল, অপরদিকে নির্দেশনার ক্ষেত্রে বুদ্ধির ভূমিকাই প্রধান।

দ্বিতীয়ত, নির্দেশনা ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয়ই হয়। এর পরিধি ব্যাপক—শিক্ষাগত, বৃত্তিগত, ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য সমস্যার ক্ষেত্রে বিস্তৃত। অন্যদিকে পরামর্শদান প্রধানত ব্যক্তিগত সমস্যায় এবং মানসিক অভিযোজনে ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয়ত, আত্মবিশ্বাস এবং সাহসের সাথে যাতে ব্যক্তি প্রক্ষোভগত সমস্যা ও অন্যান্য অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে সে ব্যাপারে পরামর্শদাতা সাহায্য করে। নির্দেশনা ব্যক্তিকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিকল্প পচ্ছন্দকরণে সহযোগিতা করে।

চতুর্থত, পরামর্শদানের মতো নির্দেশনার ক্ষেত্রে সামনা-সামনি বসে কথোপকথন অপরিহার্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দেশনা কর্মসূচি দলগতভাবে সম্পন্ন হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন হলেও পরামর্শকেন্দ্রিক সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হয় না।

পঞ্চমত, পরামর্শদানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রাক্ষোভিক স্তরে ঘটে, যেখানে নির্দেশনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বৌদ্ধিক স্তরে ঘটে।

নির্দেশনা ও পরামর্শদানের মূল পার্থক্যগুলি একটি সারণির আকারে উপস্থাপিত করা হল—

নির্দেশনা	পরামর্শদান
(১) নির্দেশনার পরিধি পরামর্শদান অপেক্ষা বিস্তৃত।	(১) পরামর্শদান নির্দেশনারই অন্যতম কর্মসূচি।
(২) নির্দেশনা সকলের জন্য প্রয়োজন।	(২) পরামর্শদান সকলের জন্য অত্যাবশ্যক নয়। প্রয়োজনমতো পরামর্শ দেওয়া হয়।

নির্দেশনা	পরামর্শদান
(৩) সামনা-সামনি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নির্দেশনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়।	(৩) পরামর্শদানে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অপরিহার্য।
(৪) গণতান্ত্রিক সচেতনতা নির্দেশনার উৎস।	(৪) পরামর্শদান চিকিৎসাকেন্দ্রিক।
(৫) অধিকাংশ নির্দেশনা দলগতভাবে সম্পন্ন হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে সম্পন্ন হলেও তাকে পরামর্শ কেন্দ্রিক সাক্ষাৎকার বলা যায় না।	(৫) পরামর্শদান সাধারণভাবে ব্যক্তিগত হয় এবং পরামর্শকেন্দ্রিক সাক্ষাৎকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
(৬) নির্দেশনা কার্যসূচিতে 'Referral Service' (বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থায় প্রেরণ) খুব সাধারণ ঘটনা।	(৬) পরামর্শদানে 'Referral Service' কদাচিৎ ঘটে।
(৭) নির্দেশনা তথ্যকেন্দ্রিক।	(৭) পরামর্শদান অভিযোজনকেন্দ্রিক।
(৮) নির্দেশনা বৌদ্ধিক স্তরে (cognitive field) ক্রিয়াশীল।	(৮) পরামর্শ দান অনুভূতির স্তরে (emotional field) ক্রিয়াশীল।

দুটি উদাহরণের সাহায্যে নির্দেশনা ও পরামর্শদানের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করা যেতে পারে—

একজন অভিভাবক শিক্ষককে পুত্রের পঠনে অমনোযোগের কথা জানালেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর অমনোযোগের প্রতিকারের জন্য নির্দেশনা দিতে গিয়ে লক্ষ করলেন, শিক্ষার্থী পঠনে মনোযোগ দিতে আগ্রহী কিন্তু পাঠ্যপুস্তক দেখলেই তার উৎকণ্ঠা (tension) দেখা যায়। কিন্তু গল্পের বই পড়তে কোনো অসুবিধা হয় না। এই অবস্থায় শিক্ষার্থীর পরামর্শদানের প্রয়োজন। আবার কোনো একজন শিক্ষক লক্ষ করলেন একটি ছাত্র প্রায়শই মিথ্যা কথা বলে। এই মিথ্যা কথা বলা দূর করতে তিনি প্রথমে নির্দেশনা প্রক্রিয়ার সাহায্য নিলেন। তিনি ছাত্রকে উদাহরণ দিয়ে মিথ্যা কথা বলার ক্ষতি এবং সত্য কথা বলার উপকারিতা বোঝালেন। কিন্তু তিনি দেখলেন ছাত্রটি কোনো কারণ ব্যতীত মিথ্যা কথা বলছে। একে বলা হয় "Pathological Liar"। এক্ষেত্রে ছাত্রটির চিকিৎসার জন্য পরামর্শদানের প্রয়োজন।